দৈনিক খবর

তারিখ 28 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং—

বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে এ পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপ দিতে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারে এ দেশের সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্মপরায়ণ শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ। কেননা, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষার সূতিকাগার বলা হয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পেশার মান বাড়াতে আরও অধিকতর বেতন ও সুবিধাদি প্রদান করলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কর্মসূচী সফল হবে না, শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ যদি না তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে সচেতন হন। সরকারী উদ্যোগে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণী কক্ষের সংকুলান, আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাতারাতি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কেননা, এর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে কোথেকে? এটাও আমাদের ভাববার বিষয়। উন্নত বিশ্ব আমাদের দেশকে অত্যন্ত দরিদ্র- দেশ হিসেবেই জানে। কেননা, প্রতিনিয়তই উন্নত বিশ্বের সাহায্যের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়।

এদিকে বাধ্যতামূল শিক্ষা ব্যবস্থার চাপে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না শিক্ষক–শিক্ষিকা, আসবাবপত্র ও শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা। ফলে কোন কোন বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নীচেই পাঠ দান করতে দেখা যায়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠা বিদ্যালয়গুলোতেই অভিভাবকগণ সাধারণতঃ তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করাতে অধিক আগ্রহী। পাশাপাশি একই ধরনের অপর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ওপর চাপ পড়ে কম। ভাল বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী থাকায় শিক্ষক–শিক্ষিকার ওপর চাপ পড়ে বেশী। ফলে তারা যথোপযুক্তভাবে পাঠ দানও করতে পারে না।

পাশাপাশি দু'টো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটিতে ছাত্র–ছাত্রী বেশী আর একটিতে খুবই কম– এই তারতম্যের কারণ শিক্ষক–শিক্ষিকার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রেও তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যৎ আজকের শিশুদের শিক্ষার ভিত্তি গোড়াতেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ব্যাহত হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কর্মসূচী। অপচয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারেরঅর্থ।

এমতাবস্থায় এই মুহূর্তে ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটা নির্দিষ্ট সীমানা বা ব্লক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যাতে এক ব্লকের ছাত্র–ছাত্রীরা অন্য ব্লকের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কম বা বেশী তারতম্য না ঘটায়। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষকদের অনুপাতে ছাত্র–ছাত্রীর আসন নির্দিষ্ট করা থাকে সে রকম একটি সুষম ছাত্র বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। আর এ জন্য থানা শিক্ষা কার্যালয়গুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে। তা না হলে একদিকে সরকারী অর্থের অপচয় হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে শিক্ষক–শিক্ষিকার মধ্যে সৃষ্টি হবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অনীহা। আমরা এই অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ পদক্ষেপ কামনা করছি।

আবদুল গনি
আন্তর্জাতিক সেবা
চাঁদপুর রোটারী ক্লাব
চাঁদপুর